সংশোধিত খসড়া

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০৯
২০০৯ সনের ..... নং বিল

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু বাংলদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। - (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**। - **(১)** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর ধারা ২ এ দফা "ক" এর পর নিম্নরূপ দফা "(ক ক)" ও "(ক খ)" সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(ক ক) "জলাধার" অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।**"**

"(ক খ) "ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)" অর্থ যে কোন বর্জ্য যাহা নিজস্ব ভৌত বা রাসায়নিক গুণগত কারণে অথবা অন্য কোন বর্জ্য বা পদার্থের সংস্পর্শে আসার কারণে বিষক্রিয়া, জীবানুসংক্রমণ, দহনীয়তা, বিষ্ফোরণক্রিয়া, তেজক্রিয়া, ক্ষয়ক্রিয়া বা অন্য কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধনে সক্ষম, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত বর্জ্যসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।**"**

(২) উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা "(চ)" এর পর নিম্নরূপ দফা "(চ ক)" সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(চ ক) "পাহাড় ও টিলা" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূ-পৃষ্ট হইতে উঁচু মাটি অথবা মাটি ও পাথর অথবা পাথর অথবা মাটি ও কাঁকড় অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত স্তুপ বা স্থান।**"**

(৩) উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা "(ছ)" এর পর নিম্নরূপ দফা "(ছ ক)" সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(ছ ক) "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)" বলিতে এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত এমন এলাকাকে বুঝাইবে যাহা অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়াতে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।**"**

৩। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।** - (১) উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।"

(২) **উক্ত আইনের ধারা ৫ এ নিম্নরূপ উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-**

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও আইনগত বর্ণনা মানচিত্রসহ উল্লেখ থাকিবে। এইসকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।"

"(৩) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।"

"(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র আইনের ২০ ধারার অধীনে প্রণীতব্য বিধির অতিরিক্ত হিসাবে, উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।"

৪। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনে ধারা ৬খ, ধারা ৬গ, ধারা ৬ঘ এবং ধারা ৬ঙ এর সন্নিবেশ।** - উক্ত আইনের ধারা ৬ক এর পর নিম্নরূপ ধারা ৬খ, ধারা ৬গ, ৬ঘ এবং ধারা ৬ঙ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"**৬খ। পাহাড় কাটা সম্পর্কে বিধি-নিষেধ।** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না।

তবে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।"

"**৬গ। ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানী, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।** - পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে সরকার, অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।"

"**৬ঘ। জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তাহা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং ইয়ার্ড মালিক নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবেন।"

"**৬ঙ। জলাধার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ।** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেনী পরিবর্তন করা যাইবে না।

তবে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।"

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।** - **(১)** উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(১) যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকান্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার আশংকা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দখলকার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।"

(২) উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৯(১) উপ-ধারায় বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহা-পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।"

(৩) উক্ত আইনের ধারা ৯ এ নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কর্মকান্ডের ফলে নির্গত বর্জ্য বা দূষক মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে প্রমাণিত হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।"

৬। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।** - **(১)** উক্ত আইনের ধারা ১২ এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা ১২ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১২। পরিবেশগত ছাড়পত্র। - (১) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না; এই আইন প্রবর্তনের তারিখের পূর্বে স্থাপিত বা চালু শিল্প কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকেও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।"

(২) উক্ত আইনের ধারা ১২ এ নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) ও (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে প্রণীত বিধিমালাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনমত গ্রহণ, এই সকল বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্যতা, ছাড়পত্র প্রদানকারী কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি, ছাড়পত্রের ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্তাবলী, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে।"

"(৩) পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা প্রতি বছর হালনাগাদ করিবে। ইহাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন বা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার ন্যূনতম যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং এই সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং হালনাগাদ করিবে।"

৭। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।** - (১) উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৫। দণ্ড।- (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দণ্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৩।	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয়বার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪।	ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী–	
	(ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
	(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মওজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	⇨ (খ) অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫।	ধারা ৬খ এর বিধান লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড;

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দণ্ড
		পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৬।	ধারা ৬গ এর অধীন প্রণীত বিধির বা বিধিমালার বিধান লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৭।	ধারা ৬ঘ এর বিধান লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৭।	ধারা ৬ঙ এর বিধান লংঘন	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৮।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৯।	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে মহা-পরিচালক নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	⇨ প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিবার অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
১০।	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণ	⇨ অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দণ্ড
	ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
১১।	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	⇨ অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
১২।	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	⇨ অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।"

(২) উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দন্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দন্ড ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের অতিরিক্ত হইবে না।"

৮। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ক এর প্রতিস্থাপন।** - উক্ত আইনে দুইবার উল্লেখিত ধারা ১৫ক এর স্থলে নিম্নরূপ ধারা ১৫ক এবং ধারা ১৫খ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৫ক। ক্ষতিপূরণের দাবী। - এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহা-পরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৫খ। অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত। - কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত অথবা বিনষ্টের জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।"

৯। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।** - **(১)** উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ–ধারা (১) এর স্থলে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৬। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন। - (১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী বা সমিতি বা দল বা সংঘ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা সমিতি বা দল বা সংঘের মালিক, অংশীদার, সত্ত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট বা তাঁহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"

(২) উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ–ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি সরকারের কোন বিভাগ বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হয়, তাহা হইলে সরকারের উক্ত বিভাগ বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট বা তাঁহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত

লংঘন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"

১০। ১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন। - উক্ত আইনের ধারা ১৭ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহা-পরিচালক পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১১। ১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন। - **(১)** উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ–ধারা (১) এ 'বিধি' শব্দের স্থলে 'বিধিমালা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (২) উপ-ধারায় 'বিধিতে' শব্দের স্থলে 'বিধিমালায়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৩) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (২) উপ-ধারায় দফা (ঙ) এর স্থলে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ এবং অঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের তালিকা, বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;"

(৪) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (২) উপ-ধারায় দফা (জ) এর স্থলে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, তথ্য প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ;"

(৫) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (২) উপ-ধারায় দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(ঝ) বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, ধারণ, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;"

(৬) উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (২) উপ-ধারায় দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দফাসমূহ যথাক্রমে (ঞ), (ট), (ঠ) ও (ড) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(ঞ) বিভিন্ন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ নির্ধারণ;"

"(ট) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;"

"(ঠ) পরিবেশ গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণাগারের কার্যাবলী, গবেষণাগারে নমূনা সরবরাহের পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফল প্রকাশের ফরম, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি, ফলাফল প্রাপ্তির জন্য ফি নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে কোন বিষয়;"

"(ড) গণশুনানী অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ধারণ।"